সংবাদ

তারিখ 21.1.81 ... ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... ...কলাম... ... ...

016

# নিরক্ষরতা দূর করা সম্পর্কে

বর্তমানে সরকার দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। যেখানে আমাদের দেশে শতকরা আশিজন লোক অশিক্ষিত সেখানে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং দেশের সাবিক উন্নতির জন্য কল্যাণকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ নীতিমালা একদিকে লাভজনক হলেও অপর দিকে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা গেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর একটি ছাত্র দুই বৎসরে তার নির্ধারিত সিলেবাসই শেষ করতে পারে না। ফলে প্রতিবছরই প্রায় অর্ধেক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে থাকে। যেখানে সিলেবাসের পড়া শেষ করাই অত্যন্ত কষ্টকর সেখানে তার উপর আবার চলতি সাল থেকে বাধ্যতামূলক একজন নিরক্ষর ব্যক্তির বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে করে এই বছর যে পাসের সংখ্যা আরো হ্রাস পাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ফলে একদিকে নিরক্ষরতা দূর হলেও দেশে পাসের সংখ্যা কমে যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই পদক্ষেপ ছাত্রদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে একথা বলার অবকাশ রাখে না। তাই আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ নীতিমালা পুনর্বিন্যাস করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আলাদা কোন পদ্ধতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

—বি, এম, হোসেন, ছায়াকুঞ্জ ২৭০ পশ্চিম দেওভোগ নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।